দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর সমস্যা

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার বিগত ১৯৯২ সাল হইতে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করিয়াছেন। এ কর্মসূচীর কিছু সুফল পাওয়া গেলেও কুফলের হার অত্যন্ত বেশী। কারণ এমনিতেই দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র অতি করুণ। ইহার অন্যতম কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ বছরের এক উল্লেখযোগ্য সময় সরকারের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। তাহার উপর একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব বর্তাইয়াছে মাসিক খাদ্য বিতরণ। ঐসব কাজ সমাধা করার পর ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠে মনোযোগী করার মনমানসিকতা ও পরিবেশ অনেক সময়ই থাকে না। ফলে অনেক শিক্ষক দায়সারা গোছের কর্তব্য পালন করিয়া থাকেন। খাদ্য কর্মসূচীর কারণে প্রাথমিক শিক্ষার হার বাড়িলেও আনুপাতিক হারে শিক্ষার মান কমিতেছে। এই অবস্থার অবসানের জন্য আমি মনে করি, মাধ্যমিক স্তরের উপবৃত্তির মত যথাযথ শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সরকারী প্রতিনিধির মাধ্যমে বাৎসরিক এককালীন অনুদান প্রদান করিলে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরাও লাভবান হইবেন, পাশাপাশি মূল্যবান সময়ের অপচয় রোধ হইবে। বাস্তবদৃষ্টে মনে হচ্ছে এই খাদ্য লইয়া গ্রামে-গঞ্জে অনেক কোন্দল হইয়া যাইতেছে। যাহার শিকার হইতেছে কোমলমতী ছাত্র-ছাত্রীরা। তাহাছাড়া অনেকক্ষেত্রে শিক্ষকদের বদনামের ভাগীদার হইতে হইতেছে। আমার বিদ্যালয়েও এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়াছে। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের প্রতি আবেদন, এ ব্যাপারে যথাযথ জরিপ চালাইয়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আর তাহা করা হইলে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নততর হইবে বলিয়া আমি মনে করি।

—সুজয় কান্তি দাশ; সভাপতি, দক্ষিণ ব্রাহ্মণডেংগা ইন্দ্রা প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।